গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন অধিদপ্তরসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১
সভার সময়	বেলা : ১১.৩০টা
স্থান	জুম অনলাইন প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন প্রতিটি অধিদপ্তর ও উইং-এর চলমান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>আলোচ্যসূচি</th><th colspan="2">সিদ্ধান্ত</th></tr>
<tr><td>২.১</td><td>গতসভার(আগস্ট, ২০২১) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণঃআগস্ট, ২০২১-এ অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকলে কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।</td><td colspan="2">আগস্ট, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিতে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।</td></tr>
<tr><td></td><td>বিষয় ও আলোচনা</td><td>সিদ্ধান্তসমূহ</td><td>বাস্তবায়নকারী</td></tr>
<tr><td>২.২</td><td>করোনাভাইরাসসংক্রান্ত: (০৮.০৯.২০২১ তারিখ)
<table>
<tr><th>বিভাগ/অধিদপ্তর</th><th>আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা</th><th>এ পর্যন্ত সুস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা</th><th>বর্তমানেচিকিৎসাধীন</th></tr>
<tr><td>এসএসডি</td><td>২৬</td><td>২৫</td><td>১</td></tr>
<tr><td>এফএসসিডি</td><td>৪৪৭</td><td>৪৩২</td><td>১২</td></tr>
<tr><td>প্রিজন</td><td>৬৭৩</td><td>৬৬২</td><td>৯</td></tr>
<tr><td>ডিআইপি</td><td>১১৮</td><td>১১৩</td><td>৫</td></tr>
<tr><td>ডিএনসি</td><td>১৮২</td><td>১৮০</td><td>০</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৪৪৬</td><td>১৪১২
(৯৭.৬৪%)</td><td>২৭</td></tr>
</table>
সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।এ বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহের সকল কর্মচারীকে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করে দৈনন্দিন কার্য সম্পাদনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়।</td><td>১)এ বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহের কোন কর্মচারীর কোভিড-১৯-টেস্টের ফলাফল পজিটিভ হলে সংগে সংগে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

২) এ বিভাগ ও অধীন দপ্তর/সংস্থারযে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে কোয়ারেন্টাইনে আছেন তাঁদেরকে করোনাটেস্ট করে ফলাফল নেগেটিভ সনদ দাখিল করে অফিসে যোগদান বিষয়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অব্যাহত থাকবে;

৩) এ বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তর সমূহের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যেন এ মহামারির সময় স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি মেনে চলে তা নিশ্চিত করতেহবে।

বাস্তবায়নে : সকল অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী।</td><td>অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/অনুবিভাগ প্রধান(সকল)।</td></tr>
<tr><td>২.৩</td><td colspan="3">সমন্বয়সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা</td></tr>
</table>

	(ক) মসবৈ-০৫(০২)-২০১৪, তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সিদ্ধান্ত:৮। **সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিস পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।** ২৫.০১.২০২১তারিখে বাংলাদেশ ও ব্রাজিল সরকারের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীগণের অনুকূলে ভিসা অব্যাহতি বিষয়ক চুক্তিটি স্বাক্ষর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অগ্রগতি এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে গত ১৫.০৩.২০২১ তারিখে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অঞ্চলভিত্তিক কর্মকর্তাগণ-এর সমন্বয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এবং সভার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূতের ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর পরিদর্শনের প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্রাজিলের মান্যবর রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাসপোর্ট ইস্যুকরণ, পাসপোর্ট যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সরেজমিনে পরিদর্শন বিষয়ে সম্ভাব্য কর্মসূচি প্রস্তুতপূর্বক তা এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ৩১.০৩.২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে পত্র প্রদান করা হয় এবং পত্রের অনুলিপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর হতে সম্ভাব্য পরিদর্শনসূচি পাওয়া গেছে। ব্রাজিলের মানব্যর রাষ্ট্রদূত ০১.০৭.২০২১ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর পরিদর্শন উপলক্ষ্যে পরিদর্শনকালীন সময়ে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের সাথে উপস্থিতি থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করার নিমিত্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদানপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য ২৮.০৬.২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কেও পত্র প্রদান করা হয়। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে মান্যবর রাষ্ট্রদূতের পরিদর্শন কর্মসূচি বর্তমানে স্থগিত আছে।	১) বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল/সার্ভিসপাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)/মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর।**
	(খ) মসবৈ-১৪(০৫)-২০১৪, তারিখ : ০৫ মে ২০১৪ **সিদ্ধান্ত:**৮। **সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।** ¸ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে গত ১৫.০৩.২০২১ তারিখে এ চুক্তিটি স্বাক্ষরের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অঞ্চল ভিত্তিক কর্মকর্তাগণ-এর সমন্বয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ¸ কোভিড-১৯ পরিস্থিতির উন্নতি হলে কোন ভিআইপি সফরে অথবা রোমে নিযুক্ত মান্যবর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে উক্ত চুক্তিটি স্বাক্ষর করা যেতে পারে বলে বাংলাদূত, রোম অভিমত ব্যক্ত করেন। ¸ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার্বিয়া বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের অনুকূলে ভিসা অব্যাহতি চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে আগ্রহী বিধায় রোমে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মহাপরিচালক, ইউরোপ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ২৪.০৩.২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।	১) বাংলাদেশ ও সার্বিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়ালপাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিকওব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)/ সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান।**
	(গ) ২৮ অক্টোবর ২০১৯/১২কার্তিক ১৪২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত : **সিদ্ধান্ত:**১৪। **বাংলাদেশ ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যে স্বাক্ষরের জন্য 'Agreement between The Government of The Republic of South Africa and The Government of the People`s Republic of Bangladesh regarding the waiver of Visa requirement for holders of Diplomatic and Official Passports'শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।** এ চুক্তিটি স্বাক্ষরের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অঞ্চলভিত্তিক কর্মকর্তাগণ-এর সমন্বয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি আন্তমন্ত্রণালয় সভা ১৫.০৩.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদশে সাউথ আফ্রিকার কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীগণের অনুকূলে ভিসা অব্যাহতি চুক্তিটি স্বাক্ষরের বিষয়ে সাউথ আফ্রিকার বর্তমান অবস্থান বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য মহাপরিচালক, আফ্রিকা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ২৪.০৩.২০২১ তারিখে পত্র দেয়া হয়।	১)বাংলাদেশ ও সাউথ আফ্রিকার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	**অতিরিক্ত সচিব (নিরা: ও বহি:)/ সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান।**

	(গ) ৩১মে ২০২১/ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত : বিষয়ঃ **বাংলাদেশ ও বতসোয়েনার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তির খসড়া অনুমোদন।** **সিদ্ধান্ত :১৪।বাংলাদেশ ও বতসোয়েনার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তির খসড়া অনুমোদন করা হইল। ('Agreement between The Government of The People's Republic of Bangladesh and The Government of the Republic of Botswana on visa exemption for holders of Diplomatic and Official Passports')শীর্ষক চুক্তির খসড়া অনুমোদন।** বাংলাদেশ ও বতসোয়েনার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের অনুকূলে ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি ('Agreement between The Government of The People's Republic of Bangladesh and The Government of the Republic of Botswana on visa exemption for holders of Diplomatic and Official Passports')স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৯.০৬.২০২১ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১)বাংলাদেশ ও বতসোয়েনার মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(ঘ) মসবৈ-০৫(০২)-২০১৬, তারিখ : ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ **সিদ্ধান্ত: ৮। মন্ত্রিসভা বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।** •বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলে ০১.০২.১৬ তারিখে মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রস্তাবিত আইনের কিছু ধারা/উপধারায় সংশোধনী আনয়ন সাপেক্ষে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রস্তাবিত আইন সংশোধনক্রমে ভেটিং এর জন্য ২৮.০৩.১৬ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। •০২.০৮.২০১৭ তারিখে খসড়া আইনের বিষয়ে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের মধ্যে এতদ্বিষয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ০৭.০৫.১৮ তারিখের ৩৩৪ নম্বর পত্রমূলে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে 'বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০১৬' ভেটিংপূর্বক এ বিভাগে অদ্যাবধি ফেরত পাওয়া যায়নি। **বিষয়টি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পেন্ডিংআছে।**	১) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রেখে ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	**সকল অনুবিভাগ প্রধান/সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান।**
	(ঙ) মসবৈ-২৮(১০)-২০১৮, তারিখ: ০৮ অক্টোবর ২০১৮ **বিষয়: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০২০**	বাস্তবায়িত	

	(চ) মসবৈ-২৯(১০)-২০০৬, তারিখ : ০৯.১০.২০০৬ **বিষয়ঃ জেল কোড সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন।** মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত-৮.৩ : Jail Code-এর যেই সকল সংশোধন বা সংস্কার সম্পর্কিত বিধান বিভিন্ন আইনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রথমে উক্ত আইন/আইনসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে সংশোধন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া পর্যায়ক্রমে সংশোধিত বিধানসমূহ কার্যকর করিতে হইবে। **বাস্তবায়নে : আইজি প্রিজন/অতিরিক্ত সচিব (কারা)/সংশ্লিষ্ট উপকমিটি।** Bangladesh Prison's and Correctional Services Act, ২০২১-এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব মহোদয়ের ২০.১২.২০২০ তারিখের পরামর্শের আলোকে খসড়ার উপর বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর কর্তৃক এ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ প্রিজনস এ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস খসড়া এ্যাক্ট-২০২১' অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জনাব নাসরিন বেগম (বর্তমান সদস্য (আইন), বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনে কর্মরত) বরাবরে প্রেরণপূর্বক তাঁর মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগ হতে ২৩.০৫.২০২১ তারিখে কারা অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৮.৪। Jail Code-এর বাংলা ভাষায় একটি অনুবাদ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। 'Bangladesh Prison's and Correctional Services Act, 2017' এর প্রণয়ন কাজ চলমান আছে। 'Bangladesh Prison's and Correctional Services Act, 2017' এর প্রণয়ন কাজ শেষে Jail Code এর বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করা হবে।	১)Bangladesh Prison's and Correctional Services Act, ২০২১-এর প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের অগ্রগতি প্রত্যাশিত পর্যায়ে আনার জন্য আরো আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি মাসের সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে; ২) মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত 'জেল কোড সংশোধন' কার্যক্রমও দ্রুত সম্পন্ন করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**সকল অনুবিভাগ প্রধান/সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধান।**
	(ছ) মসবৈ-০৬(০৪)/২০১৯, **তারিখ : ০১এপ্রিল২০১৯** বিষয়-১: **দেশে অগ্নিনির্বাপণ প্রতিরোধে করণীয় নির্ধারণ** **মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত : ৭.১।** দেশে অগ্নিদুর্ঘটনার কারণ এবং করণীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা হয়। দেশে বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে 'Bangladesh National Building Code'-এর যথাযথ অনুসরণ এবং উহার প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। দেশে জলাশয়, পুকুর, প্রভৃতি ভরাট করিয়া অপরিকল্পিতভাবে ভবন নির্মাণের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রায়শই বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বিবেচনা করিয়া নকশা প্রণয়ন করা হয় না। ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে বাধ্যবাধকতা থাকিলেও ইহার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ করা হয় না। ইহা ছাড়া এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাও অপ্রতুল। অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই লক্ষ্যে দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহির্গমন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল- এর আয়োজন করা আবশ্যক। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি :** আগস্ট, ২০২১-এ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অ্যাকশন প্ল্যান অনুযায়ী অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে নিম্নরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছেঃ ● ৯০টি বহুতল ভবনে, ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও ৩০টি বস্তিতে মহড়া করা হয়েছে; ● ৯৬৯টি টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ করা হয়েছে; ● ৯২টি সার্ভে করা হয়েছে; ● ১ হাজার ৬৪৮টি সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মহড়া করা হয়েছে; ● ১৩১টি বহুতল ভবনসহ৪৭৬টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে; ● ৩২৮টি প্রশিক্ষণ কোর্সপরিচালনাসহ ৩ হাজার ৯৯৭ জনকে প্রশিক্ষণপ্রদান করা হয়েছে; ● ১ হাজার ৯৬টি অগ্নি, ৮৩টি নৌ, ৫৭৪টি সড়ক ও অন্যান্য ১৫৮টি দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যে অংশগ্রহণ করে ৯৯১ জন আহত ব্যক্তিকে জীবিত উদ্ধারকরা হয়েছে; **মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত : ৭.৩। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনায় আরও আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি (বহুতল ভবনের উপযোগী উচ্চতাবিশিষ্ট মই, জাম্বু কুশন ইত্যাদি) ব্যবহারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।** **বাস্তবায়ন অগ্রগতি :**	১)অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন অব্যাহত রাখতে হবে। ২)মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী অভিযান পরিচালনাকালে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩-এর সাথে অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি নিরসনে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩)ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ ।**

	#২০০৯ খ্রিষ্টাব্দে জনবল ৬১৭৫ হতে অদ্যাবধি ১৩,১১০ জনে উন্নীত করা হয়েছে। #উচুভবন হতে উদ্ধার সক্ষমতা ৬ তলা হতে ১৯ তলা য়উন্নীত করা হয়েছে। #২২৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ৫৬ প্রকার আধুনিক ও যুগোপযোগী গাড়ি-পাম্প ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হয়েছে, ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ১৪৮টি হতে ৪৩৬টি তেউন্নীত করাহয়েছে। #১,১৩৮জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং ২৮,৬৫৭ জনকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ দেয়াহয়েছে। #২০১৯ খ্রিঃ-এ ২৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বৈদেশিক উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। #১৬,৯৬৬টি বেসামরিক প্রশিক্ষণ কোর্স এর মাধ্যমে ৬,৭৮,৬৪০ জনকে অগ্নিনির্বাপণ/দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে। #৬০,০০০ ভলান্টিয়ার তৈরির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৪৪,৭১২ জনকে সহযোগী জনবল হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। #অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পেও ১টি প্রকল্পগ্রহণকরাহয়েছে। #দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান। #গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প ও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প দুটির ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরে গত ১৪.০৮.২০১৯ তারিখে প্রেরণ। # প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের লক্ষ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ২৪৮ কোটি ২১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান। **মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত: অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ অনুযায়ী নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা।** **বাস্তবায়ন অগ্রগতি : বিবেচ্যমাসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।**	৪) মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত যে সকল সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে কিংবা বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান থাকবে সেসকল সিদ্ধান্তসমূহ ‘বাস্তবায়িত বলে গণ্য করা যায়’ মর্মে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণের নিমিত্ত আলাদাভাবে প্রস্তাবনা প্রেরণ করতে হবে।	

	(ট) মসবৈ-১৪(০৮)/২০১৯, তারিখ: ২৬ আগস্ট ২০১৯ **সিদ্ধান্ত: ৯.৩। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করিয়া বাংলায় প্রণয়ন করিবার বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।**	১)ইংরেজি ভাষায় প্রণীত বিদ্যমান ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর-এর ৫টি ও কারা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ৩টি আইন যুগোপযোগী করে বাংলায় প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**সংশ্লিষ্টঅনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর প্রধান।**

১	প্রিজন	১. The Prisons Act, 1894 ২. The Bengal Jail Code, 1894 ৩. The Prisoners Act, 1900
২	ডিআইপি	১. The Bangladesh Passport Order, 1973(President's Order no. 09 of 1973) ২. The Passport Act, 1920 ৩. The Registration of Foreigners Act, 1939 ৪. The Foreigners Act, 1946 ৫. The Citizenship Act, 1951 ৬. The Passport (Offences) Act, 1952 ৭. The Control of Entry Act, 1952 ৮. The Bangladesh Citizenship (TemporaryProvisions Order), 1972
৩	এফএসসিডি	শূন্য
৪	ডিএনসি	শূন্য

কারা অধিদপ্তরঃ বর্তমানে 'Bangladesh Prison's And Correctional Services Act, 2017 প্রণয়নকার্যক্রম চলমান আছে। এটি সম্পন্ন হলে, এর আলোকে The Bengal Jail Code, 1894 বাংলায় প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত 'সরকারি কাজে সকল স্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের কর্মসূচি-১ম পর্যায়'-এর নির্দেশনা-১০ মোতাবেক The Registration of Foreigners Act, 1939, The Foreigners Act, 1946& The Control of Entry Act, 1952-এ বর্ণিত ৩টি আইন বাংলায় অনুবাদ করে উক্ত আইনসমূহের বাংলা অনুবাদের সঠিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রমিতকরণের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগের বাংলা ভাষা কোষে প্রেরণ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক প্রমিতকরণ বিষয় ১৭.০৬.২০২১ তারিখে মতামত প্রেরণ করেছে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। 'বাংলাদেশ পাসপোর্ট আইন, ২০২১'-এর প্রস্তাবিত আইনের খসড়া বর্তমানে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পর্যালোচনাধীন আছে। বর্ণিত আইনটি প্রণীত হলে নিম্নোক্ত ৩টি আইন রহিত হয়ে যাবে।

১.The Bangladesh passport order, 1973

২.The Passport (Offences) Act, 1952

৩.The Passport Act,1920

২.৪	**ই-টেন্ডারিং:** **ডিআইপিঃ২০২০**-২১ অর্থবছরে ১৬টি দরপত্র ই-টেন্ডারিং/ই-জিপিতে আহ্বান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫টির ক্রয়কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অপর ১টি (জেনারেটর মেইন্টেন্যান্স ক্রয়কার্য) প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইজিপি-তে ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে নির্দেশনা অনুযায়ী ক্রয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। **ডিএনসিঃ** পিপিআর অনুসরণপূর্বক ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছে যা ইতোমধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আগস্ট, ২০২১-এ ইজিপিতে কোন টেন্ডার আহবান করা হয়নি।অধিদপ্তরের ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাজার দরযাচাই কমিটি রয়েছে। পণ্য বা সেবা ক্রয়কালে বাজারদর যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক পণ্য বা সেবা ক্রয় করা হয়। **এফএসসিডিঃ**২০২১-২০২২ অর্থবছরের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। সে মোতাবেক ইজিপি টেন্ডার আহ্বান করার লক্ষ্যে পোষাক সামগ্রীর চাহিদা ও প্রাক্কলিত দর নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৯ ও ৩১ আগষ্ট, ২০২১ এবং ১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ইজিপি-তে মোট ১৪টি টেন্ডার প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এ অধিদপ্তরের ১৯.০৭.২০২১ তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **প্রিজনঃ**কারাগারসমূহের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে বছরের শুরুতেই PPR আইন অনুসরণপূর্বক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ৩০.০৬.২০২১ অনুমোদন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ১৩টি প্যাকেজের দরপত্র ই-জিপি'র মাধ্যমে আহ্বান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ২টি প্যাকেজ লাইভে রয়েছে। ১টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হবে। পিপিআর আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে রেশন সামগ্রীসহ সকল প্রকার পণ্য/সেবা/ওয়ার্কস সংগ্রহ হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতি ব্যতিত ডিপিএম পদ্ধতিতে কোন প্রকার পণ্য/সেবা/ওয়ার্কস সংগ্রহ/ক্রয় করা হয় না। পিপিআর বিধিমালা ২০০৮-এর ধারা ৭৪, ৭৫ ও ৭৬ মোতাবেক সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সরাসরি মালামাল/দ্রব্যাদি ক্রয়ের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধি অনুযায়ী কিছু পণ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় করা হয়।পিপিআর আইন অনুসরণপূর্বক বাজারদর যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে বাজারদর যাচাই করে পণ্য/সেবা ক্রয় সম্পন্ন করা হচ্ছে। **সিদ্ধান্তসমূহ :** ১) বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে পিপিআর আইন যথাযথভাবে অনুসরণ করে রেশন সামগ্রীসহ সকল প্রকার পণ্য/সেবা/ওয়ার্কসইজিপিতে সংগ্রহ করতে হবে; ২) জরুরি পরিস্থিতি ব্যতিত সরাসরি ক্রয় (ডিপিএম) পদ্ধতিতে কোন প্রকার পণ্য/সেবা/ওয়ার্কস সংগ্রহ/ক্রয়করা যাবে না। ৩) পিপিআর আইন অনুসরণপূর্বক বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে বাজার দর যাচাই করে পণ্য/সেবা ক্রয়সম্পন্নকরতে হবে, ক্রয় কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ কর্তৃক যথাযথভাবে follow up-এ রাখতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান/উপসচিব (প্রশাসন-১)।**
২.৫	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(এপিএ) :** ু ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ৪৭টি কর্মসম্পাদন সূচক রয়েছে। যার মধ্যে ৫টি অগ্নি অনুবিভাগ, ৯টি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অনুবিভাগ, ৭টি নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ, ৮টি কারা অনুবিভাগ, ৯টি উন্নয়ন অনুবিভাগ এবং ১টি সূচক প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট। এছাড়া এপিএতে বর্ণিত আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ৮টি সূচক রয়েছে। ু অনুবিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে এবং দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়ে অনুবিভাগ প্রধানগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। ● ২৩ আগস্ট এপিএ টিম, দপ্তর/সংস্থার এপিএ ফোকালপয়েন্ট এবং সংস্কার ও সুশাসনমূলক অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফোকালপয়েন্ট কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিটি সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরীর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়। ১) এপিএ টিম এবং দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ কর্তৃক এপিএ-তে বর্ণিত সূচক বাস্তবায়নে নির্ধারিত সময় অন্তর ফোকাল কর্মকর্তাদেরকে নিয়ে অধিদপ্তর প্রধানগণ কর্তৃক এপিএ-তে বর্ণিত সূচক অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেপরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করে দিতে হবে; ২) এপিএরসূচকবাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ ও প্রকল্প সাইট পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে হবে। কোন ধরণের অনিয়ম কিংবা বিশেষ কোন পর্যবেক্ষণ পরিলক্ষিত হওয়ার সংগে সংগে যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে হবে।	**অধিদপ্তরপ্রধান(সকল)/সুরক্ষা সেবা বিভাগের এপিএ টিম ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।**

২.৬	**জনবল : সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের শূন্যপদ পূরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদি:** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরঃ** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর ১টি পদ, চীফ কনসালটেন্ট-১টি এবং পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) পদ ১টি মোট-৩টি পদ শূন্য রয়েছে। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর জন্য মেডিকেল অফিসার এর ১৬টি শূন্যপদে ৩৯তম বিসিএস হতে নিয়োগের ০৮.০৩.২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ২১ জুন ২০২১ তারিখে ৬ জন সহকারী পরিচালককে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ২৭ জুন ২০২১ তারিখে চীফ কনসালটেন্ট এর শূন্যপদে পদায়ন করার জন্য এ বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ স্টেশন অফিসার-৯৩টি, স্টাফ অফিসার-৭টি পদে এবং জুনিয়র প্রশিক্ষক-এর ২টি ও ফোরম্যানের ২টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে অধিযাচনপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। কারা অধিদপ্তরঃ ১১টি সিনিয়র জেল সুপার, ৩টি কারা তত্ত্বাবধায়ক পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান। ১৩৫টি চিকিৎসক পদ প্রেষণে পদায়নের জন্য ০৪.০৪.২০২১ তারিখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ১৪১টি পদের মধ্যে মাত্র ৬ জন চিকিৎসক প্রেষণে কারাগারে কর্মরত আছেন। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সিভিল সার্জন কর্তৃক আরো১০৫ জনচিকিৎসক-কেকরোনার কারণে বিভিন্ন কারাগারে সাময়িকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। ১০টি ডেপুটি জেলার ও ১১টি মহিলা ডেপুটি জেলার এবং ৫৬টি ডিপ্লোমা নার্সের শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসিতে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১০টি ডেপুটি জেলার ও ১১টি মহিলা ডেপুটি জেলার এবং ৫৬টি ডিপ্লোমা নার্সের শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসিতে অধিযাচন পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী আউটসোর্সিংভুক্ত কার্পেন্টার (কাঠমিস্ত্রী) এর ১টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজনের কার্যক্রম চলমান। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ১টি পদ পদোন্নতির প্রস্তাব অত্র অধিদপ্তর হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সহকারী পরিচালকের-২টি, অ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-৪টি, অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রামার-১টিসহ সর্বমোট ৭টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পিএসসি ৩৮তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ২ জন সহকারী পরিচালক পদে সুপারিশ করেছেন।	১)অধিদপ্তরসমূহের নবসৃষ্ট শূন্যপদসহ সকল শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে; ২) জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ২০তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের বেলায় যে পদের জন্য নিয়োগবিধিতে যে যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে তার চেয়ে অতিরিক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীকে বিবেচনা না করে নিয়োগ বিধি মোতাবেক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর যোগ্যতাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং মেডিকেল টেস্টের সাথে ডোপ টেস্ট কার্যক্রম শেষে নিয়োগ পত্র করতে হবে। ৩)মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর জন্য মেডিকেল অফিসার-এর ১৬টি শূন্যপদের নিয়োগ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ৪)ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার-৯৩টি, স্টাফ অফিসার-৭টি পদে এবং জুনিয়র প্রশিক্ষক-এর ২টি ও ফোরম্যানের ২টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসিতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৫)কারা অধিদপ্তরের ১০টি ডেপুটি জেলার ও ১১টি মহিলা ডেপুটি জেলার এবং ৫৬টি ডিপ্লোমা নার্স-এর শূন্যপদ দ্রুত পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৬)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের-২টি, অ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-৪টি, অ্যাসিস্টেন্ট প্রোগ্রামার-এর ১টিসহ সর্বমোট ৭টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসিতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ৭)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের জন্য পিএসসি হতে ৩৮তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ২ জন সহকারী পরিচালকের সুপারিশকৃত পদের নিয়োগ কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ৮)ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিয়োগ বিধি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)**

মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২৭৭	২০৩	৭৪
ডিএনসি	৩০৫৯	১৮৪৫	১২১৪
এফএসসিডি	১৩,৪৭৩	১১,৮১৬	১৬৫৭
প্রিজন	১২,১৭৮	১০,৫৫৪	১,৬২৪
ডিআইপি	১,১৮৪	১,১০৩	৫৮
মোট=	**৩০,১৭১**	**২৫,৫২১**	**৪,৬২৭**

টেকনিক্যাল ত্রুটি হয়েছে। দয়া করে সাপোর্ট টিমের সাথে যোগাযোগ করুন অথবা কিছুক্ষণ পর আবার চেষ্টা করুন।

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>সংস্থা</th><th>মোটআপত্তি</th><th>জড়িতটাকার পরিমাণ</th><th>জবাব প্রদান</th><th>নিষ্পত্তি</th><th>অবশিষ্ট আপত্তি</th><th>অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ</th></tr>
<tr><td>এসএসডি</td><td>৮</td><td>৮,৩৫,৭৭,৩৭৩</td><td>৭</td><td>৪</td><td>৪</td><td>৬,৯৩,৭২,৪২৫</td></tr>
<tr><td>ডিআইপি</td><td>৬৭</td><td>৫৮৪,৩২,৫৪,৬২৯</td><td>৩৬</td><td>২২</td><td>৪৫</td><td>৫৭৫,৮৯,৫৯,২৭৮</td></tr>
<tr><td>ডিএনসি</td><td>১১৯</td><td>৭৩৩,১৫,২৫,৭৯০</td><td>১১৫</td><td>১০৫</td><td>১৪</td><td>৭৩১,৪৭,২২,৫৯২</td></tr>
<tr><td>প্রিজন</td><td>৪৩৭</td><td>১৫১,৪৩,৫৪,৫২৬</td><td>৩৪০</td><td>২১১</td><td>২২৬</td><td>৬৩,৬৪,৯০,০৬৮</td></tr>
<tr><td>এফএসসিডি</td><td>২৫</td><td>১৫৭,৮০,৫০,৪৪২</td><td>২২</td><td>০</td><td>২৫</td><td>১৫৭,৮০,৫০,৪৪২</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৬৫৬</td><td>১৬৩৫,০৭,৬২,৭৬০</td><td>৫২০</td><td>৩৪২</td><td>৩১৪</td><td>১৫৩৫,৭৫,৯৪,৮০৫</td></tr>
</table>

* সভাকে জানানো হয়, মোট ৬৫৬টি আপত্তির মধ্যে ৫২০টি আপত্তির জবাব প্রদান করা হয়েছে; ৩৪২টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে। এখনো ১৩৬টি (এসএসডি-১টি, ডিআইপি-৩১টি, ডিএনসি-৪টি, প্রিজন-৯৭টি ও এফএসসিডি'র-৩টি) আপত্তির ব্রডশিট জবাব প্রদান করা হয়নি।
</td>
<td>এখনো প্রদান করা হয়নি সে সকল আপত্তির ব্রডশিট জবাব ৩০ দিনের মধ্যে প্রমাণকসহ প্রেরণ করতে হবে;
২) অডিট আপত্তিসমূহ কত দিন যাবৎ পেন্ডিং আছে তা ১ মাসের কম, ১ মাসের বেশি ও ২ মাসের বেশি অনুরূপ আকারে একটি 'ছক'-এ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
৩) অগ্রিম অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির জন্য জরুরিভিত্তিতে অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগপূর্বক দ্বিপক্ষীয়/ত্রিপক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে।</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>২.৮</td>
<td>পেনশনঃ প্রতিবেদনাধীন মাসে ২টি পেনশন কেস পাওয়া যায়, যা যথা সময়ে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তবে আদালতে মামলা থাকার কারণে পূর্বের ২টি পেনশন কেস অনিষ্পন্ন আছে।</td>
<td>১) পেনশন কেসসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতেহবে।</td>
<td>সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর প্রধান/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ।</td>
</tr>
<tr>
<td>২.৯</td>
<td>পরিদর্শনঃ আগস্ট, ২০২১
<table>
<tr><th>বিভাগ/ সংস্থা</th><th>পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা ও স্থাপনার সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>এফএসসিডি</td><td>জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান পরিচালক (প্রশাঃ ও অর্থ)২টি স্থাপনাপরিদর্শন করেন;
লেঃ কর্নেল সিদ্দিক মোহাম্মদ জুলফিকার রহমান, বিএসপি,পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স, পরিচালক (পঃউঃপ্রঃ)১টি স্থাপনাপরিদর্শন করেন;
লেঃ কর্ণেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি, পদাতিক, পরিচালক (অপাঃও মেইনঃ)২টি স্থাপনাপরিদর্শন করেন;
মোঃ রিজওয়ানুল হুদা যুগ্মসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (১৫৬-প্রকল্প)৩টি স্থাপনাপরিদর্শন করেন;
মোঃ শহীদ আতাহার হোসেন, উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক (১১ মর্ডাণ প্রকল্প ৮টি স্থাপনা পরির্দশন করেন)</td></tr>
<tr><td>ডিআইপি</td><td>কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আগস্ট, ২০২১-এ কোন অফিস পরিদর্শন করা হয়নি।</td></tr>
<tr><td>ডিএনসি</td><td>কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে আগস্ট, ২০২১-এ কোন অফিস পরিদর্শন করা হয়নি।</td></tr>
<tr><td>প্রিজন</td><td>ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মোমিনুর রহমান মামুন, কারা মহাপরিদর্শক ১টি স্থাপনা পরির্দশন করেন।</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
<td>অধিদপ্তরপ্রধান(সকল)/অনুবিভাগপ্রধান (সকল)।</td>
</tr>
<tr>
<td>২.১০</td>
<td>অনিষ্পন্ন বিষয়/পত্রাদি:
সভায় অধিদপ্তর প্রধান সকলেই জানান যে, সুরক্ষা সেবা বিভাগে অধিদপ্তর হতে প্রেরিত অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহের নিষ্পত্তির কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।</td>
<td>১)সুরক্ষা সেবা বিভাগের অনুবিভাগ প্রধানগণের সাথে আলোচনাক্রমে অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতেহবে।</td>
<td>অধিদপ্তরপ্রধান(সকল)/অনুবিভাগপ্রধান (সকল)।</td>
</tr>
</table>

২.১১	**প্রশিক্ষণ (আগস্ট,২০২১):** <table><tr><th>অধিদপ্তর</th><th>গ্রেড</th><th>ক্রমপুঞ্জিতপ্রশিক্ষণঘণ্টা</th></tr><tr><td rowspan="4">ডিআইপি</td><td>**৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>২৪</td></tr><tr><td>**১০মগ্রেড**</td><td>১৮</td></tr><tr><td>**১৬ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>১২</td></tr><tr><td>**২০ গ্রেড তদূর্ধ্ব**</td><td>০</td></tr><tr><td rowspan="4">ডিএনসি</td><td>**৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>৩৪</td></tr><tr><td>**১০ম গ্রেড**</td><td>১</td></tr><tr><td>**১৬ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>৩১</td></tr><tr><td>**২০ গ্রেড তদূর্ধ্ব**</td><td>২২</td></tr><tr><td rowspan="4">এফএসসিডি</td><td>**৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>৬</td></tr><tr><td>**১০ম গ্রেড**</td><td>৭</td></tr><tr><td>**১৬ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>৮</td></tr><tr><td>**২০ গ্রেড তদূর্ধ্ব**</td><td>৮</td></tr><tr><td rowspan="5">প্রিজন</td><td>**৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>১০</td></tr><tr><td>**১০ম গ্রেড**</td><td>১০</td></tr><tr><td>**১৬ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>১০</td></tr><tr><td>**১৬ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>১০</td></tr><tr><td>**২০ গ্রেড ও তদূর্ধ্ব**</td><td>৮</td></tr></table>	**সিদ্ধান্তসমূহ:** ১) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারের নির্ধারিত বিষয়সহ অধিদপ্তরের প্রয়োজন ও চাহিদা মোতাবেক (Need Based) প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা ও প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ২)ইন হাউস প্রশিক্ষণ প্রদানকালে বিভাগীয় মামলা তদন্ত করার নিয়ম-কানুন এবং ই-ফাইলিংসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কার্যকরপ্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/উপসচিব (প্রশাসন-১) ওফোকালপয়েন্টকর্মকর্তা।**
২.১২	**ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ :** সভাকে জানানো হয়, অধিদপ্তরসমূহের ওয়েবসাইটসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। <table><tr><th>অধিদপ্তরসমূহ</th><th>বিবেচ্যমাসে আপলোডকৃত বিষয়/তথ্য</th></tr><tr><td>**ডিআইপি**</td><td>• প্রজ্ঞাপন-১টি সভার নোটিশ ১টি</td></tr><tr><td>**ডিএনসি**</td><td>• অধিদপ্তরের নোটিশ, এনওসি/, অফিস আদেশ ও সভার কার্যবিবরণীসহ ৬৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যথারীতি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।</td></tr><tr><td>**প্রিজন**</td><td>• নোটিশ বোর্ড-১০টি • সার্কুলার-১১টি • পোস্টিং অর্ডার/জিও-৪টি</td></tr><tr><td>**এফএসসিডি**</td><td>• নোটিশ- ১৪টি • সার্কুলার- ০২টি • এনওসি- ০৩ টি</td></tr></table>	১)জারিকৃত জরুরি নোটিশসমূহ, জিও, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, সভার কার্যবিবরণী, এনওসি, গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি, প্রকল্পের তথ্য হালকরণ ও বিভিন্ন প্রোগ্রামের ছবি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ যথারীতি ওয়েবসাইটে প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আপলোড/আপডেট করতেহবে; ২)এ বিভাগ এবং অধিদপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট এটুআই-এর গাইডলাইন অনুযায়ী সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে ৩)এ বিভাগ এবং অধিদপ্তরসমূহের ওয়েবসাইট নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সকল অধিদপ্তরে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ন্যায় আর্কাইভ সিস্টেম চালু করা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং এ বিষয়ে মতামত পরবর্তী সভায় উপস্থাপনকরতে হবে। ৪) কারা অধিদপ্তরের পুরাতন ওয়েবসাইট থেকে সকল প্রকার তথ্য মুছে ফেলা এবং ওয়েবসাইট বন্ধ করতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)**

২.১৩	**ই-ফাইলিং:** সভাকে জানানো হয়,এ বিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরসমূহে প্রায় সকল প্রকার নথি ই-ফাইলে সম্পাদন করা হচ্ছে। অধিদপ্তরসমূহ হতে এ বিভাগেই-নথিতে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে। আগস্ট, ২০২১-এর প্রতিবেদন এটুআই-এর সংশ্লিষ্ট সার্ভারে এখনও হালনাগাদ করা হয়নি বিধায় দপ্তর/সংস্থায় ই-নথির কার্যক্রমের সামগ্রিক অগ্রগতি দেখানো সম্ভব হচ্ছে না।	১) পত্র জারি এবং নিষ্পন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। অধিদপ্তরসমূহের সকল প্রকার পত্র যোগাযোগও ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্নকরণ অব্যাহত রাখতে হবে; ২)ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আরো দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন করতে হবে ও সামগ্রিক অগ্রগতি অধিদপ্তরওয়ারী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে; ৩) অধিদপ্তর/সংস্থা থেকে ই-নথিতেচিঠি-পত্র প্রেরণেরপরপুনরায় একই বিষয়ে হার্ড ফাইলে একই পত্রপ্রেরণ করার প্রয়োজন নেই। ৪) এ বিভাগ এবং অধীন অধিদপ্তরসমূহের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ই-ফাইলিং এ দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণপ্রদান অব্যাহত রাখতে হবে। ৫) সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে সকল প্রকার পত্র যোগাযোগ ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান(সকল)/উপসচিব (প্রশাসন-১)।**

২.১৪ **ইনোভেশন ও উত্তম চর্চা :**

অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/ প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ ও চিফ ইনোভেশন কর্মকর্তা।

অধিদপ্তর	২০২০-২০২১ অর্থবছরেউদ্ভাবনীউদ্যোগ	গৃহীত কার্যক্রম
ডিআইপি	• পাসপোর্ট সহায়িকা এ্যাপস চালূকরণ • ওয়েববেজড ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ। • ৩টি বিভাগীয় অফিসে মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ।	• ৩টি অফিসে মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিট চালুকরণ- ইতোমধ্যে ১টি অফিসে চালু করা হয়েছে এবং ২০টি অফিসে মোবাইল এনরোলমেন্ট ইউনিটের সরঞ্জামাদি প্রেরণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল অফিসে চালু করা হবে।
এফএসসিডি	• ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ। • ফায়ার সাইন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সের দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ • মাড কন্ট্রোল ডিভাইস ফর ল্যান্ড স্লাইডিং	• “ফায়ার ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনকরণ” উদ্ভাবনী উদ্যোগটি পাইলটিং এবং নতুন ডিজিটাল সার্ভিস হিসাবে গৃহীত • “ফায়ার সাইন্স এন্ড অকুপেশনাল সেফটি কোর্সের দাপ্তরিক কার্যক্রম অনলাইনকরণ” উদ্ভাবনী উদ্যোগটি সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম হিসাবে গৃহীত হয়েছে। • Landsliding এ ব্যবহার উপযোগী ডিভাইস উদ্ভাবন।
ডিএনসি	• প্যাথেডিন/মরফিন প্রাপ্তি স্থানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ • অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন নারকোটিক্স • মাদকবিরোধী অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতা	• প্যাথেডিন/মরফিন-এর মূল্য নির্ধারণ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। ডাক্তারি সনদ ব্যতীত প্যাথেডিন/মরফিন বিক্রি করা যাবে না মর্মে নির্দেশনাও ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
প্রিজন	• এসএমএস-এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস এর তথ্য প্রদান। • ওয়েস্টেজ ম্যানেজম্যান্ট এন্ড ইউজেস • হাইকোর্টে আপিল প্রক্রিয়া সহজিকরণ • হট নাম্বার চালুকরণ	• ‘এসএমএস এর মাধ্যমে বন্দির অবস্থান, জামিন/খালাস-এর তথ্য প্রদান’ উদ্ভাবনী উদ্যোগটি পাইলটিং এবং নতুন ডিজিটাল সার্ভিস হিসাবে গৃহীত

সিদ্ধান্তসমূহঃ

1)মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসারে চলতি বছরের ইনোভেশন কার্যক্রমের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২)বিভাগ/অধিদপ্তরওয়ারী ইনোভেশন ও উত্তমচর্চা বিষয়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা কর্তৃক যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে এবং অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

৩)এ বিভাগের বিদ্যমানশাখাসমূহের কার্যক্রম আরো কিভাবে সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পন্ন করা যায় সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগপ্রধাণগণ তাঁর সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করে প্রতিবেদন আকারে সচিবের নিকট দাখিল করবেন।

২.১৫	**ভিডিওকনফারেন্সিং:** **বিভাগ/সংস্থা** | **ভিডিও কনফারেন্সের সংখ্যা** **এসএসডি** | **১৯টি** **ডিআইপি** | **৬টি** **ডিএনসি** | **২টি** **এফএসসিডি** | **৯টি** **প্রিজন** | **৩টি**	**সিদ্ধান্তঃ** ১) মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে চলমান উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজের মানোন্নয়নের জন্য প্রত্যেক মাসে অধিদপ্তর কর্তৃক ভিডিওকনফারেন্সিং-এর আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে। ২) সুরক্ষাসেবাবিভাগ ও অধীন অধিদপ্তরকর্তৃক আয়োজিত ভিডিও কনফারেন্সর যাবতীয় তথ্য (ভিডিও কনফারেন্স'র বিষয়, তারিখ ও সময়, সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থা) এ বিভাগের প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।**
২.১	**সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহে চলমান বিভাগীয় মামলার পরিসংখ্যান :** **দপ্তর/সংস্থা** | **সুরক্ষা সেবা বিভাগ+ অধিদপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা** | **সুরক্ষা সেবা বিভাগ অধিদপ্তরসমূহের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আপিল মামলা** | **অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে চলমান বিভাগীয় মামলা** | **অধিদপ্তরসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে আপিল মামলা** **এসএসডি** | ৫ | ০ | ১২ | ০ **ডিআইপি** | ৫ | ২ | ৬৯ | ০ **এফএসসিডি** | ৭ | ১ | ২৮ | ৬ **ডিএনসি** | ১ | ৪ | ৬৫৩ | ৪ **কারা** | ১৮ | ১ | ৭৬২ | ০ **মোট** | **৩২** | **৮** | **১২** | **১০** **সিদ্ধান্ত :** ১)বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অধিদপ্তর প্রধানগণ কর্তৃক অধিদপ্তরে নিয়োগকৃত আইন কর্মকর্তার সাথে প্রতিমাসে সভা করতে হবে এবং চলমান মামলাসমূহের অগ্রগতি ও কার্যবিবরণীসহ মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে ২)মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা সমূহের তদন্ত কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং চলমান বিভাগীয় পেন্ডিং মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ যেন তদবীরের অভাবে মামলার মেরিট নষ্ট না হয় সেদিকে নজরদারি বৃদ্ধিসহ নিবিড়ভাবে মনিটর করতে হবে; ৩)বিভাগীয় মামলা রুজুর তারিখ, তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের তারিখ ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের ধার্য তারিখ, কতদিন যাবৎ পেন্ডিং আছে ইত্যাদি তথ্যাদিসহ এ বিভাগের আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ কর্তৃক একটি মেট্রিক্স তৈরি করতে হবে ৪)প্রতিমাসে মেট্রিক্স অনুযায়ী মামলার তথ্যাদি দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করে মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**অধিদপ্তর প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান/আইন ও শৃঙ্খলা অনুবিভাগ/ প্রোগ্রামার।**

২.১৭	**মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১)-এর কর্মসূচি বাস্তবায়ন।** **নির্বাচনী ইসতেহার-এ উল্লিখিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ** গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১)-এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরঃ** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ১০টি কর্মসূচীর মধ্যে ৫টি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে, ২টি কর্মসূচীর কার্যক্রম চলমান এবং অবশিষ্ট ৩টি কর্মসূচী কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৩টি কর্মসূচী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়ে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এ বিষয়ে সময় সময় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। **কারা অধিদপ্তরঃ** মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০- ১৬ ডিসেম্বর '২০২১) উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এ উল্লিখিত লক্ষ্য ও কর্ম পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ** মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১)-উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা হচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ২০টি কর্মসূচির মধ্যে ১৪টি বাস্তবায়িত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর কারণে বাস্তবায়িত হয়নি ৬টি অনুষ্ঠান। উক্ত ৬টি অনুষ্ঠান ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। **সিদ্ধান্তসমূহঃ** ১.মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১)-উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ২.সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-এ উল্লিখিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে এবং অগ্রগতি মাসিক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে। ৩.মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১) এবং নির্বাচনী ইসতেহার-এ উল্লিখিত লক্ষ্য ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	**সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ/অধিদপ্তর প্রধান সকল।**
২.১৮	**স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপন** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ** গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী বছরব্যাপী (২৬ মার্চ ২০২১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১) মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরঃ** বছরব্যাপী (২৬ মার্চ ২০২১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১) মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ৩টি কর্মসূচি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, ৫টির কার্যক্রম চলমান এবং ৫টি কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে ২৯.০৭.২০২১ তারিখে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। **কারা অধিদপ্তরঃ** বছরব্যাপী (২৬ মার্চ, ২০২১ হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১) সুবর্ণজয়ন্তী পালনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাসময়ে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ** স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের নিমিত্ত অধিদপ্তরের বছরব্যাপী কর্মসূচির খসড়া সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ৮টি কর্মসূচির মধ্যে ২টি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অপর ৬টি ১৬ই ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। **সিদ্ধান্তসমূহঃ** ১) স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বর্ণাঢ্য ও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদযাপনের জন্য এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।	**সুরক্ষা সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কমিটি/অধিদপ্তর প্রধান সকল।**

২.১৯	সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর সভার কার্যবিবরণী **বিবিধঃ** • **টিকা গ্রহণ ও মাস্ক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ।** • **পাসপোর্ট বিতরণ বিষয়ে আবেদনকারীকে আপডেটেড তথ্যাদি অবহিতকরণ।** **সিদ্ধান্তসমূহঃ** *কোভিড-১৯-এর কারণে চলমান অতিমারী পরিস্থিতিতে অফিস কার্য সম্পাদন-এর সময় 'নো মাস্ক নো সার্ভিস' নীতি অনুসরণ করতে হবে। *সকলকে টিকা গ্রহণ ও মাস্ক ব্যবহার-এ উদ্বুদ্ধ করতে হবে। * ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক কোন পাসপোর্ট প্রত্যাশী আবেদনকারীকে পাসপোর্ট নির্ধারিত তারিখে ডেলিভারি (বিতরণ) করা সম্ভব না হলে তাকে ফেরত ক্ষুদে বার্তায় অবহিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**অনুবিভাগ প্রধান (সকল)/অধিদপ্তর প্রধান (সকল)**

৩। সভাপতি এ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে তাঁদেরমেধা, মনন, প্রজ্ঞা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সহিত পালন করে সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি পেন্ডিং বিষয়সমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। নির্বাচনী ইশতেহার, মুজিববর্ষের কর্মসূচিসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রত্যেককেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরো আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। তিনিসভায় উপস্থিত সকল সদস্য ও তাঁদের অধীন কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের উদ্দেশ্যে বলেন, সেবা প্রদানকালে জনগণ যেন ভোগান্তির শিকার না হন সে বিষয়টি সর্বাগ্রে খেয়াল রাখতে হবে। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.০৬.০০২.১৭.২২২

তারিখ: ৫ আশ্বিন ১৪২৮
২০ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব